ভোরের কাগজ

৩ ও ২ বছর মেয়াদি ডিগ্রি পাস পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ

পাসের হার যথাক্রমে ৪৮.২৭ ও ৩৭.৪৬

কাগজ প্রতিবেদক ও গাজীপুর প্রতিনিধি : দেশে প্রথমবারের মতো ৩ বছরমেয়াদি ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষার ফলাফল এবং পূর্বের ২ বছরমেয়াদি সর্বশেষ ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষার ফলাফল দেশব্যাপী একযোগে প্রকাশিত হলো গতকাল বুধবার। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এ বছর নতুন প্রবর্তিত ৩ বছরমেয়াদি ডিগ্রি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন ৩৬ হাজার ৩০৬ জন পরীক্ষার্থী। এদের মধ্যে পাস করেছেন ১৭ হাজার ৬৩০ জন। পাসের হার শতকরা ৪৮.২৭ ভাগ। গত বছর পাসের এই হার ছিল ৪১.৯৩ ভাগ। এবার ২ বছরমেয়াদি ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন ১৮ হাজার ৮৫১ জন। পাস করেছেন ৭ হাজার ৬১ জন। পাসের হার শতকরা ৩৭.৪৬ ভাগ। এছাড়া গতকাল একই সঙ্গে ডিগ্রি (পাস) ১ম বর্ষ, সাবসিডিয়ারি এবং সার্টিফিকেট কোর্সের ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

প্রথম বর্ষ ডিগ্রি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন ৪৮ হাজার ৮০৯ জন। এদের মধ্যে পাস করেছেন ৪৪ হাজার ৩৪৫ জন। পাসের হার শতকরা ৯০.৮৫ ভাগ। সাবসিডিয়ারি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন ২০ হাজার ৬৭১ জন। পাস করেছেন ১১ হাজার ৫৪৪ জন। পাসের হার শতকরা

● এরপর-পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৬

৩ ও ২ বছর মেয়াদি ডিগ্রি পাস

● শেষের পাতার পর

৫৫.৮৫ ভাগ। এছাড়া সার্টিফিকেট কোর্সের পরীক্ষার্থী ছিলেন ৯২০ জন, যাদের মধ্যে পাস করেছেন ৪১৪ জন। পাসের হার ৪৫ ভাগ।

গতকাল জাতীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে এ ফলাফল প্রকাশ করা হয়। ফলাফলের বিভিন্ন দিক সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আফতাব আহমাদ। উপস্থিত ছিলেন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ ইব্রাহিমসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

কোর্স ওয়ারি ফলাফলে দেখা যায়, এবার বিএ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন ২৯ হাজার ৮৩৭ জন, তাদের মধ্যে পাস করেছেন ১৩ হাজার ৬২৮ জন। পাসের হার শতকরা ৪৫.৬৭ ভাগ, প্রথম বিভাগ পেয়েছেন ২৫৮ জন পরীক্ষার্থী। বিএসএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন ৮ হাজার ৯৭৫ জন। পাস করেছেন ৩ হাজার ৮০৩ জন। পাসের হার শতকরা ৪২.৩৭ ভাগ, প্রথম বিভাগ পেয়েছেন ৪৫ জন।

বিএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন ৫ হাজার ৬৬০ জন, তাদের মধ্যে পাস করেছেন ২ হাজার ১৬ জন। পাসের হার শতকরা ৩৯.২৬ ভাগ, প্রথম বিভাগ পেয়েছেন ১৪৫ জন। বিকম পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন ১০ হাজার ২৫৩ জন। পাস করেছেন ৪ হাজার ৮০৭ জন। পাসের হার শতকরা ৪৬.৮৮ ভাগ, প্রথম বিভাগ পেয়েছেন ৭৬ জন। এছাড়া সঙ্গীত ও ক্রীড়ায় ১১ জন পরীক্ষার্থী প্রথম বিভাগ পেয়েছেন।

৩ বছরমেয়াদি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন চাঁদপুর সরকারি কলেজের মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন। তার প্রাপ্ত নম্বর ৯৭০ (বিএসসি)। ২য় হয়েছেন পীরগঞ্জের শাহ আব্দুর রউফ কলেজের এ এন এম আনোয়ারউজ্জামান। তার প্রাপ্ত নম্বর ৯৬৮ (বিএসসি)। ৩য় স্থান অধিকার করেছেন মাদারীপুরের সৈয়দ আবুল হোসেন কলেজের মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মনির। তার প্রাপ্ত নম্বর ৯৬৪ (বিএসসি)। ৩ বছরমেয়াদি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৪৬৭ জন, ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন ১২ হাজার ৯৭৯ জন এবং তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৩ হাজার ৮৫৬ জন পরীক্ষার্থী।

২ বছরমেয়াদি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৬৮ জন। ২য় বিভাগে ৩ হাজার ১৯২ জন এবং তৃতীয় বিভাগে ৩ হাজার ৭১৫ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন।

২ বছরমেয়াদি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সম্মিলিতভাবে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন খুলনার সরকারি বিএল কলেজের মোঃ মশিউল আযম। তার প্রাপ্ত নম্বর ৭১২ (বিএ)। ২য় হয়েছেন ৩ জন এরা হলেন যথাক্রমে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজের তোহা মোহাম্মদ মোদাচ্ছির, চট্টগ্রাম সরকারি কলেজের এ এম জে এন সুলতান মাহামুদ এবং একই কলেজের মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম (প্রাপ্ত নম্বর ৬৭৪)। তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন লালমনিরহাট সরকারি কলেজের মুহাম্মদ জুবায়ের বিন রশিদ। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৬০।

এদিকে খাতা মূল্যায়নে অনিয়মের অভিযোগ, ব্যবহারিক পরীক্ষার খাতা না পৌঁছানোসহ বিভিন্ন কারণে ৯৮৪ জন শিক্ষার্থীর ফলাফল স্থগিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেন, আগামী ৭ দিনের মধ্যে স্থগিত হওয়া পরীক্ষার্থীদের ফলাফল প্রকাশ করা হবে। ডিগ্রির প্রথম বর্ষের ফলাফল প্রকাশ করা প্রসঙ্গে উপাচার্য গতকাল সাংবাদিকদের বলেন, এখন থেকে প্রতি বছর এভাবেই ফলাফল প্রকাশ করা হবে। ২ বছরমেয়াদি পরীক্ষায় যারা ফেল করেছেন তাদের ভবিষ্যতে পরীক্ষা দেওয়ার কোনো সুযোগ আছে কিনা এমন এক প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য বলেন, কয়েকদিনের মধ্যে সিন্ডিকেটের সভায় বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে।